a. Natural Rights

১) অধিকার কাকে বলে?

⇒ অধিকার হল সমাজজীবনের সেইসব অবস্থা যেগুলি ছাড়া মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ অর্জন করতে পারে না, আবার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়া অধিকার পূর্ণ হতে পারে না, সুতরাং অধিকার হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত দাবি।

২) বার্কারের মতে, অধিকারের সংজ্ঞা দাও।

⇒ বার্কারের মতে, অধিকার হল- মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশের উপযোগী, সেইসব সুযোগ সুবিধা যেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

৩) ল্যাস্কির মতে, অধিকারের সংজ্ঞা দাও।

⇒ ল্যাস্কির মতে, অধিকার হল 'সমাজ জীবনের সেই সব অবস্থা যেগুলি ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরমতম বিকাশ ঘটাতে পারে না'

৪) প্রাকৃতিক আইন কী?

⇒ মানুষ যখন অতীতে প্রাক-রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বসবাস করত, তখন তাদের যথেচ্ছভাবে জীবনযাপনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল তাকেই প্রাকৃতিক আইন বলা হয়। তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। প্রকৃতির আইন প্রকৃতির ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সর্বজনীন। এই আইন কোনো মানুষের দ্বারা রচিত নয়।

৫) প্রাকৃতিক অধিকার কী?

⇒ মানুষ জন্ম থেকে কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় অধিকার ভোগ করে এগুলি তার প্রাকৃতিক অধিকার, যেমন ~~স্বাধীনতার~~ স্বাধীনতার অধিকার, জীবনের অধিকার, ও সম্পত্তির অধিকার। প্রকৃতি এই অধিকারগুলির রূপকার, তাই এগুলি সার্বজনীন যুক্তিসম্মত ও শাশ্বত বা চিরন্তন।

6. Moral and Rights

1) অধিকারের শ্রেণীবিভাজন কর।

⇒ অধিকারকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (i) নৈতিক অধিকার
(ii) আইনগত অধিকার।

নৈতিক অধিকার সাধারণত সমাজের প্রতি বিশ্বাস ও ন্যায় নীতি বোধের উপর গড়ে উঠে।

আইনগত অধিকার হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার।

2) অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

⇒ (i) অধিকার একটি আইনগত ধারণা। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

(ii) অধিকার একটি সামাজিক ধারণা, সমাজের বাইরে কোনো অধিকার থাকে না, সমাজের মধ্যেই অধিকারের সৃষ্টি হয় এবং অধিকার ভোগ সম্ভব হয়।

(iii) অধিকার সকলের জন্য, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(iv) অধিকারের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের ধারণা যুক্ত। তাই অধিকার কখনই সমাজবিরোধী হতে পারে না।

(v) অধিকারের দ্বারাই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

3) নৈতিক অধিকার কাকে বলে?

⇒ সামাজিক ন্যায় নীতি বোধের উপর ভিত্তি করে যেসব অধিকার গড়ে উঠেছে সেগুলিকে নৈতিক অধিকার বলে। এইসব অধিকার ভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র কোনোরূপ শাস্তি বিধান করতে পারে না। নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারী কেবলমাত্র নিজ বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং সামাজিক নিন্দা সহ্য করতে হয়।

4) আইনগত অধিকার কাকে বলে?

⇒ যেসব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত তাদের আইনগত অধিকার বলে। এই অধিকার ভঙ্গ করার অর্থ রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করা এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়।

নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

⇒① নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত নয়। ফলে এই অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো শাস্তি দিতে পারে না এবং এটি সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের উপর গড়ে উঠে।

অপরদিকে আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। এই অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে এবং দৈহিক শাস্তিও দিতে পারে।

৬। অধিকার সম্পর্কিত প্রাচীনতম তত্ত্বের নাম কী? এর মূল বক্তব্য কী?

⇒ অধিকারসম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম তত্ত্বটি হল স্বাভাবিক অধিকার বা প্রাকৃতিক অধিকার। এর মূল বক্তব্য হল ব্যক্তি মানুষের জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ অধিকারগুলি প্রাকৃতিক অধিকার।

৫। মার্কসীয় দৃষ্টিতে অধিকার কাকে বলে?

⇒ মার্কসীয় দৃষ্টি অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকারের ধারনা শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। তাই এরূপ সমাজে উৎপাদনের শক্তির মালিক শ্রেণী প্রকৃত অধিকার ভোগ করতে পারে।

৪। আইনগত অধিকার কতপ্রকার ও কী কী?

⇒ আইনগত অধিকারগুলি ৫ প্রকার। যথা—

(ক) পৌর অধিকার

(খ) রাজনৈতিক অধিকার

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার

(ঘ) সামাজিক অধিকার।

৭। অধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদগুলি বা তত্ত্বগুলি কী কী?

⇒ (i) স্বাভাবিক তত্ত্ব

(ii) আইনগত তত্ত্ব

(iii) ঐতিহাসিক তত্ত্ব

(iv) আদর্শবাদী তত্ত্ব

(v) মার্কসবাদী তত্ত্ব।